ঝিনাইদহে মনিপীরের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষকনেতা শেখ মাহমুদুল হক মনিপীরের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল ১৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর গ্রামে তার সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর নেতার কর্মময় জীবন সংগ্রামের এক সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ মূলক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি তোজাম্মেল হোসেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কৃষকনেতা মণিপীরের কর্মময় সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোকপাত করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষক ও কৃষির সমস্যা সমাধানে সর্বস্তরের কৃষক-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, দেশের কৃষক নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বলতে গেলে এখনও দেশের কৃষক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়েই তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হক লিকু ও প্রয়াত কৃষকনেতার সহকর্মী ইসহাক প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, কৃষি জমি ধ্বংস রোধ, খাস জমি ভূমিহীন গরিব কৃষকদের মাঝে বণ্টনসহ ৭ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নাই। সামগ্রিক সঙ্কটময় মুহূর্তে খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান তথা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় শিল্প বিকাশের উপযোগী নীতি এবং দক্ষ ও স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাসহ দেশের চিনিকলসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিকায়নের মাধ্যমে জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব।

সভাপতি তার সমাপনি বক্তব্যে বলেন, কৃষকনেতা মণিপীর সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের উচ্ছেদ করে কৃষি বিপ্লব তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অগ্রসর করতে যেভাবে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-জনগণের রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

নিখোঁজের ৭ দিন পর কৃষকের মরদেহ মিলল বাড়ির পাশের ডোবায়

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নিখোঁজের ৭ দিন পর পাড়ির পাশের একটি ডোবার কাদার নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিপন (২৮) নামের কৃষকের মরদেহ।

বুধবার ভোরে পরিবারের সদস্যরা ডোবার কাদার উপরে একটি হাত দেখতে পায় এরপর তারা সনাক্ত করে কৃষক রিপনের মরদেহ।

রিপন ঝিনাইদহের শৈলকুপার ১২ নং নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের চর রুপদহ গ্রামের মৃত আব্দুল বারিক বিশ^◌াসের ছেলে।

এ ঘটনায় শৈলকুপা থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি জিডি করা হয়েছিল। তবে এ ঘটনায় তার মেজো ভাই নান্নু পলাতক রয়েছে বলে জানান পুলিশ।

উপজেলার পদ্মনগর গ্রামের নজরুল ইসলাম জানান, তার শ্যালক রিপন দীর্ঘদিন মালেয়েশিয়া প্রবাসি ছিলেন। গত দেড় বছর আগে সে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে সে নিজ জমিতে কৃষি কাজে নিয়োজিত হয়।

গত ৯ই ডিসেম্বর বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশ^বর্তী পূর্ব মাঠে জমিতে কেটে রাখা ধান পাহাড়া দিতে যায়। এরপর সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। ঘটনাটি জানাজানি হলে তার জমি থেকে রিপনের ব্যবহৃত মোবাইল ও গায়ের চাদর উদ্ধার করে স্বজনরা।

এরপর আজ বুধবার ভোরে নিখোঁজের ৭ দিন পর ডোবায় কাদা চাপা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হলো।

শৈলকুপা থানার ওসি(তদন্ত) মহসিন হোসেন জানান, শৈলকুপার চর রুপদহ গ্রামে রিপন নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে মহিলা মাদক ব্যবসায়ী সহ আটক ২

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মহিলা ইয়াবা ব্যাবসায়ীসহ দু’জনকে আটক করেছে। মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় কালীগঞ্জ কলাহাটা মোড়ের জামাল উদ্দীনের বাড়ি থেকে লাইজু খাতুন
(২৪) ও সাইফুল ইসলাম (১৯) নামে দুইজন কে

আটক করা হয়। আটককৃত লাইজু খাতুন কালীগঞ্জ আড়পাড়া মাঠ পাড়া গ্রামের আঃ মাজেদের স্ত্রী ও সাইফুল ইসলাম ভোলা জেলার শশিভূষণ থানার জাহানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।মাদক ব্যাবসায়ী দুইজন দীর্ঘদিন জামালের বাড়ি ভাড়া নিয়ে মাদক ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছিলো বলে এলাকা বাসি জানান। কালীগঞ্জ থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির বেডরুম থেকে ৬৬ পিচ ইয়াবা ও ইয়াবা

বিক্রির নগদ ৫হাজার ৫শ টাকা উদ্ধার করে। কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, কালীগঞ্জকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তারই লক্ষে আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে মহিলা মাদক ব্যবসায়ীসহ দু’জন ইয়াবা ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

ঝিনাইদহে আইনজীবীদের আদালত বর্জন

বিচারকের বিরুদ্ধে দেরীতে আদালতের কার্যক্রম শুরু, আইনজীবীদের সাথে অসদাচারণ, আইনজীবী সমিতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, প্রকাশ্য আদালতে আদেশ দিয়ে তা নথিভুক্ত না করে আসামীকে রিমান্ডে পাঠানোসহ নানা অভিযোগে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বর্জন করেছে ঝিনাইদহের আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে আইনজীবী সমিতির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচী চলবে। সেই সাথে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বৈজয়ন্ত বিশ্বাসের অপসারণ দাবী করেছেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি খান আখতারুজ্জামন ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মান জনক আচরণ করেন না। মামলার আদেশ না নিয়ে পরে দিব বলে তার বিপক্ষে রায় দেন। আইনজীবীদের সাথে যথাযথ আচরণ করেন না ওই দুই বিচারক। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে আদালতের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয় না। এতে আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা ভোগান্তির শিকার হয়।

আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলনের সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, ২ বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও আপাতত আমরা অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট’র আদালত বর্জন করেছি। তার অপসারণ দাবী করছি। গত ১০ ডিসেম্বর এ সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও সোমবার থেকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

হাজী আরশাদ আলী কলেজে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জুতা পায়ে শহীদদের অবমাননা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষসহ ৮ জন শিক্ষক শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জুতা পায়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে তারা এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।

সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে নানা সমালোচনার ঝড় উঠে । কেন জাতির বিবেকেরা এই ভুলটি করলেন সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন ছুড়ে সুশিল সমাজের ব্যক্তিরা। অনেকেই বলেছেন

জাতির বুদ্ধিজীবী সন্তানদের শ্রদ্ধা নয় বরং উল্টো সম্মানহানী ঘটেছে।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ একে এম মোত্তালেব হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আজ সকালে আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসি। দীর্ঘদিন কলেজ বন্ধ থাকায় শহীদ মিনারে ধুলা-বালি জমেছে। আমি শিক্ষকদের জুতা খুলার কথা বললেও আমার কথা তারা এড়িয়ে যেয়ে বলেন, পায়ে ধুলাবালি ও ময়লা লাগবে তাই সবাই জুতা পায়ে আমরা শ্রদ্ধা জানায়।

ঝিনাইদহের মধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ ৫ ইউপি সদস্য বহিষ্কার

সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা প্রণয়নে দুর্নীতি-অনিয়ম ও সরকারি কাজে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২ নং মধুহাটী ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েলসহ ৫ জন ইউপি সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ হাতে এসে পৌঁছেছে।

শোকজ নোটিশ অনুযায়ী ১০ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে মধুহাটী ইউপির চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েল, ১নং ওয়ার্ডের সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ডের সদস্য শ্রী শান্তি বিশ্বাস, ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য আঃ মজিদ, ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য গোলাম রসুল এবং ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ রসুলকে জনস্বার্থে সাময়িক বহিষ্কার করে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ৪ এর (খ) ও (ছ) ধারা অনুযায়ী কেন চুড়ান্ত ভাবে অপসারণ করা হবেনা জানতে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেছে। শোকজ নোটিশ নং (স্মারক নং ঃ ৪৬.০০.৯৩০০.০১৭.৯৯.০০১, ১৬-১৩৫৬)। এর আগে তাদের স্মারক নং ঃ ৪৬.০০.৯৩০০.০১৭.৯৯.০০১,১৬-১৩৫৫ প্রজ্ঞাপণে সাময়িক

বহিষ্কারাদেশ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, করোনাকালীন সরকারের ১০ টাকা কেজি খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ব্যাপক দুর্নীতি অনিয়ম ধরা পড়ে এই ইউনিয়নে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েল কয়েক জন ইউপি সদস্যদের সাথে যোগসাজশে একই জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে প্রায় ৪০ টি কার্ড করে চাল আত্মসাৎ করে আসছিলেন। এই কর্মসূচিতে প্রায় ৩০০টি কার্ডে এই অনিয়ম ধরা পড়ে। এই বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, অনলাইন গণমাধ্যম, এবং টেলিভিশন চ্যানেলে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একটি তদন্ত দল সরেজমিনে তদন্ত করে দুর্নীতির প্রমাণ পায়। এর আগে এই ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ২ ডিলারকে অপসারণ করে জেলা প্রশাসন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক আরিফ উজ জামানসহ একটি তদন্ত টিম ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েলসহ ৭ জন ইউপি সদস্যকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠায়। তারই ফলশ্রুতিতে গত ১০ ডিসেম্বর ১৩৫৫ নং স্মারকে জনস্বার্থে ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েলসহ ৫ ইউপি সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কার করে প্রজ্ঞাপণ জারি করে। একই সাথে কেন তাদের চূড়ান্ত অপসারণ করা হবেনা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে।

এই পত্রের অনুলিপি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রোগ্রামারকে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব এবং অতিরিক্ত সচিবের একান্ত সচিবের অনুকূলে অনিুলপি পাঠানো হয়েছে।

কালীচরণপুর ইউনিয়নকে আধুনিক ইউনিয়নে রুপান্তরিত করতে চান

কামরুজ্জামন দুদু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫নং কালীচরণপুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোঃ কামরুজ্জামান দুদু। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং ৬ নং ওয়ার্ডে ইউপি সদস্য থেকে মানুষের সেবা দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা হবে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে চান।

চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী কামরুজ্জামান দুদু বলেন, আমার স্বপ্ন ১৫নং কালীচরণপুর ইউনিয়নকে আধুনিক ইউনিয়নে রুপান্তরিত করা।

সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি আগামী ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী। দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় আমি আমার নেতা ঝিনাইদহের স্বচ্ছ রাজনীতির ধারক ও বাহক ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জননেতা কনক কান্তি দাসের সহযোগীতায় এবং ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত একটি আধুনিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাব।

ঝিনাইদহে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে মুজিব চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অপর্ণ করেন দলটির

নেতাকর্মীরা।

পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, প্রচার সম্পাদক মঞ্জুর পারভেজ তুষারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা, দেশে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আস্ফালন রুখে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

ঝিনাইদহের আঃ রউফ ডিগ্রী কলেজে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহের আঃ রউফ ডিগ্রী কলেজে নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

কলেজ প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহীদ মিনারের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য অপর্ণ ও এক মিনিটি নিরবতা পালন করা হয়।

প্রভাষক শাহানুর আলমের সঞ্চালনায় এবং সহকারী অধ্যাপক আব্দুল হাই এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক জিনাত জেসমিন, ইসরাইল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, প্রভাষক জাহাঙ্গীর আনাম প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে কুইজ প্রতিযোগীতা করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ’র যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে পৃথক-পৃথক কর্মসূচীর মাধ্যমে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা, সহকারি কমিশনার (ভূমি) রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রহিম মোল্লা, চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজুসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ।

অপর দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র শাহিনুর রহমান রিন্টুসহ, ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম প্রমুখ। এছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষকলীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোষর রাজাকার আল-বদর আল-সামস্রা এদেশকে মেধা শুন্য করার জন্য যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে আসছিল। সর্বশেষ ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে শিক্ষক, গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার-সুরকারসহ সকলশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে ঢাকার মিরপুর রায়ের বাজারে হত্যা করে।

সেই কারণে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বক্তারা বুদ্ধিজীবী দিবসের আরও বিস্তারিত প্রকাশের দাবি জানান।

আলোচনা শেষে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালিত হয়।